4TH SEMESTER,HISTORY,CC-9

TOPIC—The role of the Indian merchants in the Indian Ocean trade in the 17th century.(১৭ শতকের ভারতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যে ভারতীয় বণিকদের ভূমিকা।)

- মুঘল যুগ মধ্যযুগীয় ভারতীয় ইতিহাসে এক গুরুত্ব পূর্ণ অধ্যায়।এযুগে ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্য ছিল মূলত অন্ত:বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য। অন্ত:বাণিজ্য ছিল-দূরপাল্লার অন্ত:বাণিজ্য ও আঞ্চলিক বা স্হানীয় অন্ত:বাণিজ্য। বহির্বাণিজ্য ছিল জল ও স্হল পথে।
- মুঘল যুগে ভারতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রধান কেন্দ্র ছিল চারটি-গুজরাটের সুরাট বন্দর, কেরল উপকূলের কালিকট, করমণ্ডলে মসলিপত্তনম,নিম্নগঙ্গায় হুগলি।এছাড়া ও অনেকগুলি বাণিজ্য বন্দর ছিল। তবে সুরাট ছিল এযুগের প্রধান বন্দর। এখানকার বণিকরা ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন বন্দরের সাথে বাণিজ্য করত।এখানকার বণিকরা ভারত মহাসাগরের সামুদ্রিক বাণিজ্যে খুব অভিজ্ঞ ছিল।এরা মুঘল যুগের শেষ পর্যন্ত ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যের উপর নিজেদের আধিপত্য বজায় রেখেছিল।
- মুঘল যুগে ভারতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যে যুক্ত ছিল মুসলিম,হিন্দু,ইহুদি,আরব,জার্মানী,পর্তুগীজ ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিক।ভারতের গুজরাটি মুসলমান বণিকরা ক্যাম্বে থেকে মালাক্কা পর্যন্ত ভারত মহাসাগরের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল।পশ্চিমে লোহিতসাগরের জেদ্দা,এডেন,ও মোথাতে এবং পারস্য উপসাগরের বসরা,হরমুজ,ও মসকটের সাথে ভারতীয় বণিকদের ব্যবসা চলত।দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মশলা দ্বীপগুলিতে ভারতীয় পণ্যবাহী জাহাজের যাতায়াত ছিল। পশ্চিমে ভারতীয়দের দুটি বাণিজ্য পথ ছিল একটি গিয়েছিল লোহিতসাগরের মধ্য দিয়ে কায়রো,আলেকজান্দ্রিয়া হয়ে ইউরোপ।অপরটি হল পারস্য উপসাগরের বসরা ও বাগদাদ হয়ে পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে।১৮ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যে লোহিতসাগর একটি বিশেষ স্হান অধিকার করেছিল।
- মুঘল যুগে ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য পরিচালনা করত নানা শ্রেণীর বণিকের দল।এদের অধিকাংশ ছিল মুসলমান, তবে হিন্দু,জৈন,পারসী,জার্মান বণিকের সংখ্যা কম ছিল না। অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত অর্থনৈতিক দিক থেকে এদের তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম শ্রেণিতে ছিল বড় বড় বণিকরা।বিরজি বোহরা,আব্দুল গফুর,আহম্মদ চেলাবি,মালাবারের রেহাবি পরিবার,মীর জুমলা, করমণ্ডলের মলয় চেট্টি,কাশীর বিরান্না,সুংকারাম চেট্টি,বাংলার জগৎশেঠ।এদের নীচে ছিল সেইসব বণিকরা যারা অন্যের প্রতিনিধি হয়ে বাণিজ্যে যেত।তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল ছোট ছোট বণিকের দল যাদের ভ্যান লিউর বলেছেন ফেরিওয়ালা বা ক্ষুদ্র বণিক।অল্প পরিমান পণ্য নিয়ে এরা খুচরো ব্যবসাতে লিপ্ত থাকত।১৭ শতকের শেষ দিকে সুরাট বন্দরে এ ধরনের ৩০,০০০ বণিক ছিল।তিন শ্রেণীর বণিকই চাহিদা অনুসারে প্রাথমিক উৎপাদককে দাদন দিত,সেই অনুযায়ী পণ্যসংগ্রহের ব্যবস্হা ছিল।তবে প্রাথমিক উৎপাদকরা ভাল দাম পেলে চুক্তিভঙ্গ করতে পারত।
- ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য ছিল একসময় আরব বণিকদের দখলে।পরবর্তীকালে পর্তুগিজরা গোয়াকে কেন্দ্র করে নৌসাম্রাজ্যের বিস্তার করলে ভারতীয় বণিকদের ভারতমহাসাগরীয় বাণিজ্য বিপন্ন হয়। ১৭ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ওলন্দাজরা ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে নিজেদের কতৃত্ব প্রতিষ্টা করে।
- জ্যাকব ভ্যান লিউর একদা বলেছিলেন এই বাণিজ্যের প্রধান পণ্য ছিল সৌথিন দ্রব্য। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষক অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন যে সৌখিন দ্রব্যই নয় প্রচুর মোটা কাপড় এশিয়া,আফ্রিকা ও ইউরোপে রপ্তানি করা হত। তবে একথা ঠিক যে বেশ কিছু সৌখিন মোটা কাপড় বাংলা গুজরাট ও করমণ্ডল থেকে অভিজাত বিদেশি দের জন্য পাঠানো হত।তবে অবশ্যই এই বাণিজ্যে প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল বস্ত্র।এছাড়া বাংলা উড়িষ্যা করমণ্ডল থেকে খাদ্যশষ্য রপ্তানি হত মালাক্কা।এছাড়া বাংলার চিনি, কাঁচা রেশম,গুজরাটের তুলা,মালাবারের গোলমরিচ, নীল, লাক্ষা,মোম,করমণ্ডলের চামড়া রপ্তানি করা হত। বিদেশ থেকে আমদানি করা হত লোহিত সাগরের মোথা বন্দরের মাধ্যমে সোনা রুপা। এছাড়া ঘোড়া,তানা, টিন, দস্তা, সীসা, পারদ, হাতির দাঁত এবং পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের রঙীন কাঠ,দামী পাথর,রত্ন,মদ,গোলাপজল,ফল, ঔষদ, কাঁচ ও চীনা মাটির বাসন।
- একথা ঠিক যে মুঘল শাসকরা বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন না, তবে রাজ পরিবারের কেউ কেউ বহির্বাণিজ্যের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন।ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্য ক্ষেত্রে কোন সমস্যা সমাধানের কোন চেষ্টা তারা করেনি।বণিকরা রাজকীয় পূর্ণ সাহায্য ছাড়াই নিজেদের উদ্যোগেই এই বাণিজ্যে লিপ্ত হত। ব্যবসা বাণিজ্য

সম্পর্কে মুঘল রাষ্ট্রের কোন নীতি ছিল না।তাঁরা সমুদ্র বাণিজ্যের তাৎপর্য বুঝতে পারে নি।বন্দর গুলির উন্নয়ন বা রক্ষণাবেক্ষণের কোন প্রচেষ্টা গৃহিত হয়নি। বন্দরের দায়িত্ব থাকত স্হানীয় শাসকের উপর।যারা ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে উদাসীন ছিল, ফলে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্যিক সাফল্য দীর্ঘস্হায়ী হয়নি,অচিরেই দূরদর্শী ইংরেজ বণিকরা এই বাণিজ্যে তাদের অধিকার প্রতিষ্টা করে।

End

Teacher-Subrata Biswas